অমর চিত্র কথা

নং ১৮৮. টা ৩.০০.

বাবাসাহেব আম্বেদকার

Indraindrajal.blogspot.in

বাবাসাহেব আম্বেদকার

বাবাসাহেব আম্বেদকারের এক মাহার পরিবারে জন্ম হয়েছিল। অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মাহার একটি প্রধান জাত হলেও উচ্চ-বর্ণ হিন্দুরা তাদের রেয়াত দিত না। আম্বেদকার তাঁর বাল্যকালে লক্ষ করেছিলেন তাঁর জাতের লোকদের কি ভাবে অবজ্ঞার সঙ্গে অচ্ছুত বলে চিহ্নিত করা হত, কি ভাবে তারা উৎপীড়িত, অপমানিত ও শোষিত হত।

এই অন্যায় ব্যবহার বাবাসাহেব নিরীহ নম্রতার সঙ্গে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তিনি চান যে তাঁর জাতের লোক তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং নিজের প্রাপ্য সম্মান আদায়ের জন্য যুদ্ধ করবে। তাঁর শক্তিশালী নেতৃত্বে তারা অনুভব করল তারা নিজেরা ছাড়া আর কেউ সমাজে তাদের ন্যায্য স্থান অধিকার করতে সাহায্য করবে না। তিনি তাদের বলেছিলেন অধিকার কেউ দান করে না, অর্জন করতে হয়।

আম্বেদকার অচ্ছুতদের রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। অস্পৃশ্যতা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করার গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। আম্বেদকার যে ভারতের সংবিধান রচনায় সাহায্য করেন তাতে অস্পৃশ্যতা বাতিল করা হবে এটা অতিশয় ন্যায়সঙ্গত কথা। সংবিধান অনুন্নত শ্রেণীদের যা দিতে চেয়েছিল সমাজ তাদের তা থেকে বঞ্চিত করেছিল। আম্বেদকার তাঁর জীবনের অবশিষ্ট দিন তাদের সেই সমস্ত পাইয়ে দেবার জন্য উৎসর্গ করেন।

অনুবাদ • সুকুমার চক্রবর্তী
বর্ণলিপি • দেবব্রত ঘোষ

অমর চিত্রকথার
বাংলা সংস্করণের
একমাত্র পরিবেশক
উচ্চারন
২/১ শ্যামাচরন দে স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০ ০৭৩
☎ ৩৪ ৮০৪৩

Published by H.G. Mirchandani for India Book House Education Trust, Rusi Mansion, 29 Nathalal Parekh Marg, Bombay 400 039 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay-400 059.

Editor : Anant Pai Script : S.S. Rege

Artwork : Dilip Kadam

বাবাসাহেব আম্বেদকার

আম্বাদে গ্রামের* রামজী সাকপাল ভারতীয় সেনাবাহিনীর সুবাদার ছিলেন। তাঁর কাজের জায়গা ছিল মাউ। এক দিন সেখানে তাঁর এক কাকার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। সেই কাকা সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

কাকা, আমাদের বাড়িতে একবার পদ-ধূলি দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করুন!

আমি সংসার ছেড়েছি, আমি তো বাড়িতে যেতে পারব না।

রামজীর মুখের হতাশার ভাব সন্ন্যাসীর অন্তরে করুণা জাগাল।

আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার বাড়িতে না গেলেও তোমাকে আশীর্বাদ করছি। তোমার এমন এক ছেলে হবে যার জগৎজোড়া যশ হবে।

* রত্নগিরি জেলায়

১৮৯১ সালে ১৪ই এপ্রিল রামজীর স্ত্রী ভীমাবাইয়ের একটি ছেলে হল।

এর নাম দেওয়া যাক ভীম। ভবিষ্যৎ কালে যে প্রসিদ্ধ লোক হবে এই তার যোগ্য নাম।

আমি এখন সুবাদারমেজর। একে ভালভাবে লেখাপড়া শেখানোর জন্য আমাদের উপোস করতে হবে না।

দু বছর পরে সেনাবাহিনী থেকে অবসর পেয়ে রামজী সপরিবারে কঙ্কন জেলার দাপলি গ্রামে বাস করতে লাগলেন। ভীমের যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তাকে স্কুলে ভর্তি করা হল।

এই অল্প অবসরভাতায় আমরা কি করে ভীমকে লেখাপড়া শেখাব?

ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে একটা চাকরি খুঁজে দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

কিছু দিনের মধ্যেই রামজী সাতারায় একটি চাকরি পেলেন। তাঁদের প্রাণে আবার আশার সঞ্চার হল। কিন্তু এই সময়ে পরিবারটির চরম দুর্ভাগ্য ঘটল। ভীমাবাই অনেক দিন থেকে অসুস্থ ছিলেন। তিনি মারা গেলেন।

আমার মা-হারা ছেলেদের কে দেখবে?

ভাই, কোনও ভাবনা কর না। আমি ওদের দেখাশুনা করব, আর বাচ্চা ভীমের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেব।

ফলে রামজীর বোন মীরা ছেলেদের তত্ত্বাবধানের ভার নিলেন।

রামজী অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন। তিনি নিজে ছেলেদের লেখাপড়ার তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন।

তা ছাড়া তিনি তাঁর পরিবারের সবাইকে রামায়ণ ও মহাভারত থেকে গল্প বলতেন আর ভজন গান শোনাতেন।

যখন ভীমের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হল তখন তাকে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হল। তাকে আর সব ছেলে থেকে আলাদা করে ঘরের এক কোণে বসতে দেওয়া হত।

ভীমরাও অম্বাদেকার!

উপস্থিত আছি, গুরুজী।

মধ্যদিনের ছুটির ঘণ্টা বাজলে ছেলেরা খেলা আর জল পান করার জন্য ছুটে বেরিয়ে যেত। ভীমেরও পিপাসা পেয়েছিল, সে হাত বাড়িয়ে পানপাত্রটি নিতে গেল।

আরে! ওটা ছুঁয়ো না!

তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, আমি তোমাকে কিছুটা জল ঢেলে দিচ্ছি।

ভীম বাধ্য ছেলের মত অঞ্জলি ভরে জল পান করল, কিন্তু সে মনে আঘাত পেল।

আমি কি দোষ করেছি? আমার জন্য এমন আলাদা ব্যবস্থা হবে কেন?

রামজী কোরেগাঁয় খাজাঞ্চীর কাজ করতেন। একবার দুই ভাইয়ের সেখানে যেতে হয়েছিল। তারা মসুর স্টেশনে নেমে তাদের বাবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

বাবা আসেন নি কেন?

অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করার পর তারা স্টেশন-মাস্টারের সাহায্যে একটি বলদের গাড়ি ভাড়া করল।

তোমরা কার ছেলে?

আমরা রামজী সাকপালের ছেলে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

রামজী সাকপাল! অচ্ছুতের দল! নামো শিগগির আমার গাড়ি থেকে!

দয়া করুন, আমাদের নামিয়ে দেবেন না।

আমাদের দয়া করুন, কোরেগাঁর পথ আমরা জানি না। আমরা পথে পড়ে থাকব।

আমি অপবিত্র হয়ে গিয়েছি, আমার গাড়ি অপবিত্র হয়েছে, আমার বলদগুলি অপবিত্র হয়েছে।

আমরা দুনো ভাড়া দেব, আমাদের কোরেগাঁয় নিয়ে চলুন।

আমাদের পোশাক পরিষ্কার, আমরা পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। আমাদের ছোঁয়াতে গাড়ি অপবিত্র হয় কেমন করে?

গাড়োয়ানের লোভ তার অপবিত্রতার বিভীষিকাকে পরাস্ত করল।

আচ্ছা, ঠিক আছে! তোমরা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাও। আমি পিছু পিছু আসছি। গাড়ি পরে শুদ্ধ করে নিতে পারব।

সমস্ত পথ জীম এই ঘটনা নিয়ে গভীর চিন্তা করল।

আমরা মানুষ। অথচ লোকে বলে আমাদের ছোঁয়ায় জীব-জন্তু এমন কি গাড়ির মত অচেতন জিনিসও অপবিত্র হয় কেন?

ছেলেমানুষ হয়ত এ ঘটনাও ভুলে যেতে পারত। কিন্তু সাতারা ফেরার পর স্কুল থেকে ফেরার পথে ঐরকম আর একটি ঘটনা ঘটল।

আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। এই কুয়ো থেকে জল তুলে খাই।

দেখ! দেখ! ঐ অচ্ছুতটাকে দেখ!

ও আমাদের জল অপবিত্র করেছে।

তার পরের মুহূর্তে —

আমাকে ছেড়ে দিন। আমি কি অন্যায় করেছি?

হতভাগা! আবার মুখে মুখে কথা!

ভীম অঝোরে কাঁদতে লাগল।

সে যত বড় হতে থাকল ততই ঘন ঘন এই রকম অপমান তার ভাগ্যে জুটতে থাকল।

ভীম, তোর চুল ছাঁটা দরকার। আয়, আমি ছেঁটে দি।

আমার স্কুলের অন্য ছেলেদের মত আমি কেন নাপিতের কাছে গিয়ে চুল কাটাতে পারি না?

তার বোনের চোখে জল ভরে এল।

আমরা সাহার, অদ্ভুত।

কিন্তু কেন? আমরা কিসে অন্য সবার থেকে ভিন্ন?

আমি জানি না, চিরকাল এই ভাবেই চলে আসছে।

ভীম তার বোনের উত্তরে সন্তুষ্ট হল না।

এই অপমান অবজ্ঞার মরুভূমির মধ্যে তার ব্রাহ্মণ শিক্ষক আম্বেদকারের মধ্যে ভীম একটি স্নেহের মরূদ্যান খুঁজে পেল।

এক মাত্র ইনিই আমাকে কাছে ঘেঁষতে দেন।

বহুৎ আচ্ছা! তোমার সব অঙ্কগুলি ঠিক ঠিক করেছ।

মধ্যদিনের ভোজনবিরতির সময়ে—

এস, ভীম, আমার সঙ্গে খাবে।

কিন্তু, গুরুজী...

তুমি কি তোমার গুরুমশায়ের সঙ্গ চাও না? এস, খাওয়া যাক।

একদিন যখন দু জনে এক সঙ্গে যাচ্ছিলেন —

ভীম, আমি তোমার উপাধি অম্বাদেকার থেকে আম্বেদকারে পরিবর্তিত করছি।

আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন। গুরুজী।

এক রাত্রে মীরা ছেলে তিনটিকে কাছে ডাকলেন।

বাছারা! শিগগিরই তোমাদের এক নূতন মা আসছেন তোমার বাবা আবার বিয়ে করতে মনস্থ করেছেন।

ওঃ? না!

তিনি আমার মার গয়না পরবেন আর তাঁর হেঁসেলে রাঁধবেন। না! কিছুতে না! আমি এখানে থাকতে পারব না।

আমি পালিয়ে বোম্বাই গিয়ে একটা কাজ খুঁজে নেব। কিন্তু সেখানে যাবার ভাড়া যোগাড় করি কি করে? আমি পিসীমার থলি চুরি করব।

পর পর তিন রাত তার চেষ্টা বিফল হল। চতুর্থ রাতে —

যাক, শেষ পর্যন্ত পেয়ে গিয়েছি!

সে খুব উৎসুক ভাবে থলেটি খুলল —

একি! মাত্র একটি খুচরো পয়সা! বেচারী পিসীমা! আর আমি কিনা তাঁর এই সামান্য পয়সাও কেড়ে নিতে যাচ্ছিলাম!

ভীম পয়সাটি সমেত থলিটি রেখে দিয়ে শুতে গেল।

ভগবান! আমার পাপ ক্ষমা কর। আমি আমার চালচলন শোধরাব। আমি খুব পরিশ্রম করে পড়াশুনা করব এবং বড় হয়ে পিসীমাকে সুখী করব।

ভীম সমস্ত অন্তরায়া দিয়ে পড়াশুনা করতে থাকল এবং তার শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেল।

রামজী, তোমার ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান। তাকে যথাসম্ভব ভাল শিক্ষার সুযোগ দেওয়া উচিত।

বাবুজী, আমি তার জন্য যথা-সাধ্য চেষ্টা করব।

রামজী ছেলেদের নিয়ে বোম্বাই গেলেন। পারেলে কলকারখানার এলাকায় বস্তি অঞ্চলে একটি ঘর নিলেন। একই ঘর রান্নাঘর, শোবার ঘর এবং পড়ার ঘরের কাজ করত।

ভীম তুমি এই গোলমালে পড়া-শুনা করতে পারবে না। এখন শুয়ে পড়। আমি রাত দুটোর সময়ে তোমাকে ডেকে দেব।

আচ্ছা, বাবা।

ভীম মেঝেতে শুয়ে ঘুমাল।

রাত দুটোর সময়ে —

ভীম, তোমার ঘুম থেকে ওঠার সময় হয়েছে।

আর সকলে যখন ঘুমাত ভীম তখন পড়ত।

এক দিন বোম্বাইয়ের এলফিনস্টোন উচ্চ বিদ্যালয়ে —

ভীম, ব্ল্যাকবোর্ডে এস।

সেই বিরাট রাজধানী নগরেও নীচজাতিবিদ্বেষ ছিল।

গুরুমশায়! ওকে থামান! ও একজন অচ্ছুত!

হায়, হায়! আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল!

আমাদের খাবারের বাক্সগুলি বোর্ডের পিছনে আছে। ও সব অপবিত্র করে দেবে!

আবার —

মাস্টার মশায়, আমি আমার দ্বিতীয় পাঠ্য ভাষা হিসাবে সংস্কৃত নিতে চাই।

তুমি তা পারবে না। সংস্কৃত অচ্ছুতদের জন্য নয়। তবে তুমি পারসী ভাষা নিতে পার।

এত অপমান সত্ত্বেও সে অতিশয় যত্নের সঙ্গে পড়াশুনা করে চলল। সে চার্নি রোড উদ্যানে পড়াশুনা করতে যেত। সেখানে পণ্ডিত সমাজসংস্কারক কে. এ. কেলুস্কারের সঙ্গে তাঁর প্রায় দেখা হত।

ভীমরাও*, তোমার পড়াশুনা কেমন চলছে?

মশায়, আমি খুব খেটে পড়ছি।

তাঁর জাতের মধ্যে ভীমই প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করলেন। তাঁর জাতের লোক তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য একটি সভা করল। তাঁকে অভিনন্দিত করবার জন্য শ্রী কেলুস্কারও উপস্থিত ছিলেন। একজন সুপরিচিত সমাজসংস্কারক শ্রী এস. কে. বোল সভায় সভাপতিত্ব করেন।

আমাদের আশীর্বাদের চিহ্নস্বরূপ আমরা তোমাকে বুদ্ধদেবের জীবন সম্বন্ধে এই নূতন বইটি দিলাম।

* মহারাষ্ট্রে সম্মানসূচক সম্বোধনের উদ্দেশ্যে 'রাও' ব্যবহৃত হয়।

সভার পরে—

রামজী, তোমার এই মেধাবী ছেলের জন্য তুমি এর পরে কি করতে চাও?

কলুস্কার সাহেব, আগে তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

তখনকার দিনে অল্পবয়সে বিয়েই রীতি ছিল।

কিন্তু তার লেখাপড়ার কি হবে?

যেমন করেই হোক তাকে লেখাপড়া শেখাবই।

রমাবাইয়ের সঙ্গে ভীমের বিয়ে হল।

যদিও তাঁর সামান্য আয়ে ভীমের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে রামজীর কষ্ট হচ্ছিল তবু তিনি সে ভার বহন করছিলেন। কিন্তু ভীম যখন কলা বিভাগে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করলেন—

বাবা, এখনও আপনি আমার কলেজের মাইনে দেন নি।

বেটা, আমার টাকা নেই।

বাবা, তা হলে আমি কি করব? কালেজ থেকে এর মধ্যে দুবার মাইনের জন্য তাগিদ দিয়েছে। আমি আজ মাইনের টাকা না নিয়ে যেতে চাই না।

এই রকম হতাশাজনক পরিস্থিতিতে কেলুস্কারজীর আগেকার সহৃদয়তার কথা রামজীর মনে পড়ল এবং তিনি তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানালেন। কেলুস্কার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন।

ভেবো না, রামজী, আমি ভীমরাওকে বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড়ের কাছে নিয়ে যাব। তিনি নিশ্চয় সাহায্য করবেন।

কিছুদিন পরে —

বাবা, মহারাজা গাইকোয়াড় আমার জন্য মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করেছেন। আপনার আর কোনও ভাবনা করতে হবে না।

সুসংবাদ, কেলুস্কারজীকে ধন্যবাদ দিয়ে আসব।

১৯১২ সালে ভীম বি.এ. পাস করলেন।

আমাকে বরোদা সরকারে একটি চাকরি দিয়েছে, কিন্তু বেতন অতি সামান্য।

ভীম বরোদা গেলেন। পনর দিন যেতে না যেতে তিনি সংবাদ পেলেন —

"বাবার কঠিন অসুখ। শিগ্‌গির চলে এস।"

ভীম ফিরে এলেন। তাঁর বাবা ১৯১৩ সালে দোসরা ফেব্রুয়ারি মারা গেলেন। তখন ভীম তাঁর রোগ-শয্যার পাশে ছিলেন।

বাবা আমরা অনাথ হলাম। এর পরে কার কাছে উপদেশ চাইব?

কিন্তু রামজী তাঁর ছেলের ভবিষ্যৎ কীর্তির ভিত্তিস্থাপন করে দিয়েছিলেন।

ভীমরাও আবার কেলুস্কারের কাছে উপদেশের জন্য গেলেন।

আমি পরামর্শ দিচ্ছি তুমি এক বার বরোদার মহারাজার সঙ্গে দেখা কর। কয়েকটি ছাত্রকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা তাঁর সরকারের আছে।

কিছুদিন পরে—

আমি এই মাত্র বরোদা থেকে আসছি। আমি নির্বাচিত হয়েছি। কিন্তু আমার শিক্ষা হওয়ার পরে আমি দশ বৎসর বরোদা সরকারের চাকরি করব এই মর্মে একটি মুক্তিপত্রে আমাকে সই করতে হয়েছে।

১৯১৩ সালের জুলাই মাসে ভীমরাও নিউ ইয়র্কে পৌঁছালেন।

এখানে নিজেকে এত মুক্ত মনে হচ্ছে। এখানে আমার ওপরে কোনও রকম সামাজিক বাধা নিষেধ নেই। আমি প্রায় যা খুশি তাই করতে পারি।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সাম্য ভীমরাওয়ের কাছে একটি অভিনব অভিজ্ঞতা হল।

তিনি দিনে প্রায় আঠার ঘণ্টা কাজ করতেন।

১৯১৫ সালে তিনি এম. এ. ডিগ্রি পেলেন আর তার পরের বছর পি. এইচ্. ডি হলেন।

নির্ধারিত সময়ের আগেই যুক্তরাষ্ট্রের পড়াশুনা শেষ করে তিনি লণ্ডনে গেলেন।

আমাকে আইনে একটি ডিগ্রি পেতে হবে। আর অর্থনীতিতে আরও পড়াশুনা করতে হবে।

কিন্তু বরোদা স্টেটের দেওয়ান তাঁকে তলব করে ভারতে ফিরিয়ে আনলেন। যখন তিনি বরোদায় পৌঁছালেন তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে কোনও সরকারী কর্মচারী স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন না।

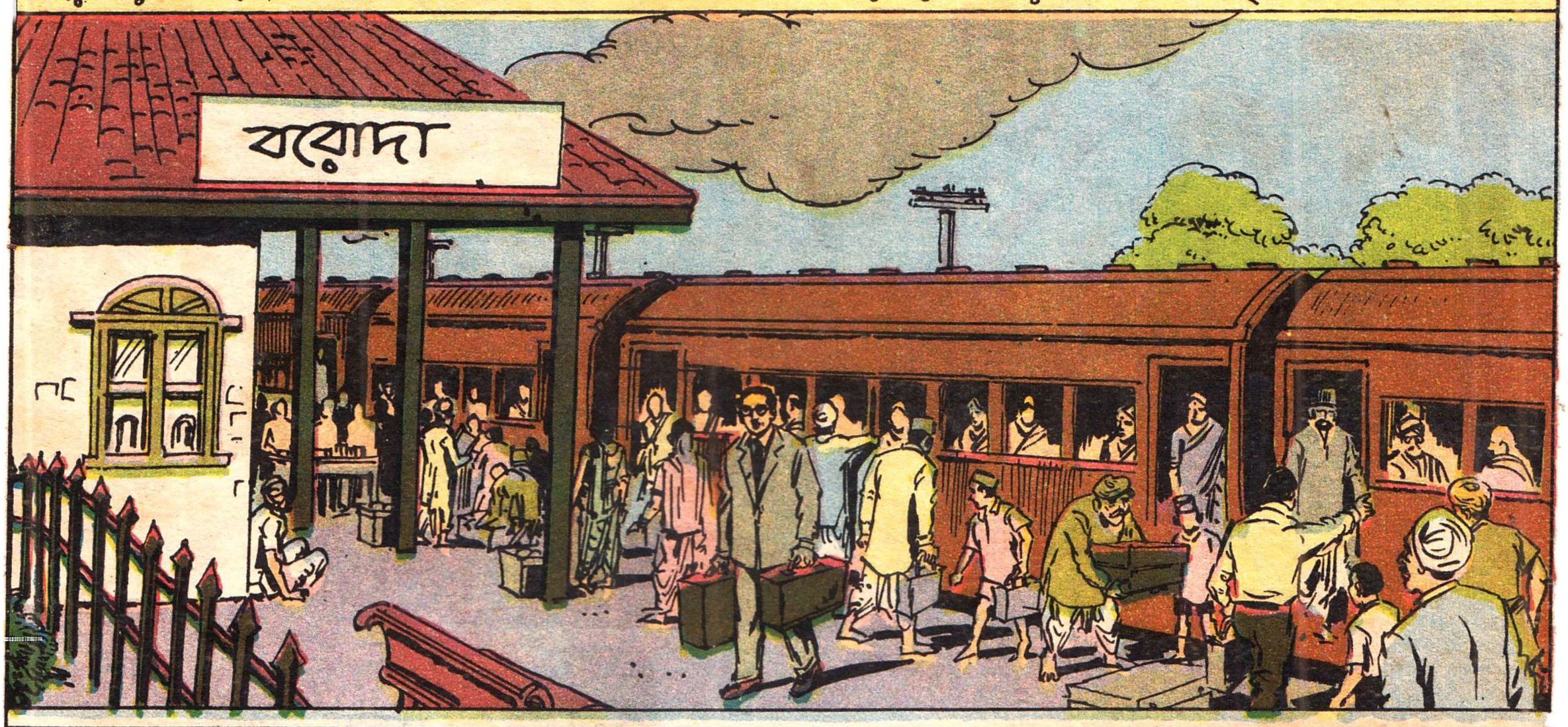

তিনি একটি ঘরের জন্য একটির পর একটি হোটেলে গেলেন, কিন্তু কেউ তাঁকে জায়গা দিতে রাজী হল না।

অবশেষে নিজের পরিচয় গোপন রাখায় তিনি পারসীদের এক অতিথিশালায় জায়গা পেলেন।

পরের দিন তিনি যখন অফিসে গেলেন পিয়নটি গালিচাটি অপবিত্র হয়ে যাবে এই ভয়ে সেটি গুটিয়ে ফেলল।

তাঁকে এক কোণে একটি টেবিল দেওয়া হল। এমন কি তাঁকে ফাইল দেবার জন্যও পিয়ন তাঁর কাছাকাছি যেত না।

এই ফাইল নিন!

পারসীরা যখন তাঁর পরিচয় জানতে পারল—

তুমি কে?

আমি একজন হিন্দু।

না, তুমি হিন্দু না। তুমি একটা জঘন্য অস্পৃশ্য!

দূর হও!

আমি যাচ্ছি। কিন্তু দয়া করে আমাকে একটু সময় দেবেন।

তোমাকে এক মুহূর্ত সময় দেব না! এখনি দূর হও!

আম্বেদকার বিতাড়িত হলেন। নগরীর কেউ তাকে কোনও আশ্রয় দিল না।

যেখানে আমাকে সম্মান দেওয়া হয় না সেখানে আমার থাকার প্রয়োজন নেই।

নিতান্ত বিরক্ত হয়ে আম্বেদকার বরোদা থেকে বোম্বাই চলে গেলেন। সেখানে ফটকার বাজার ও শেয়ার সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার জন্য একটি অফিস খুললেন। কিন্তু —

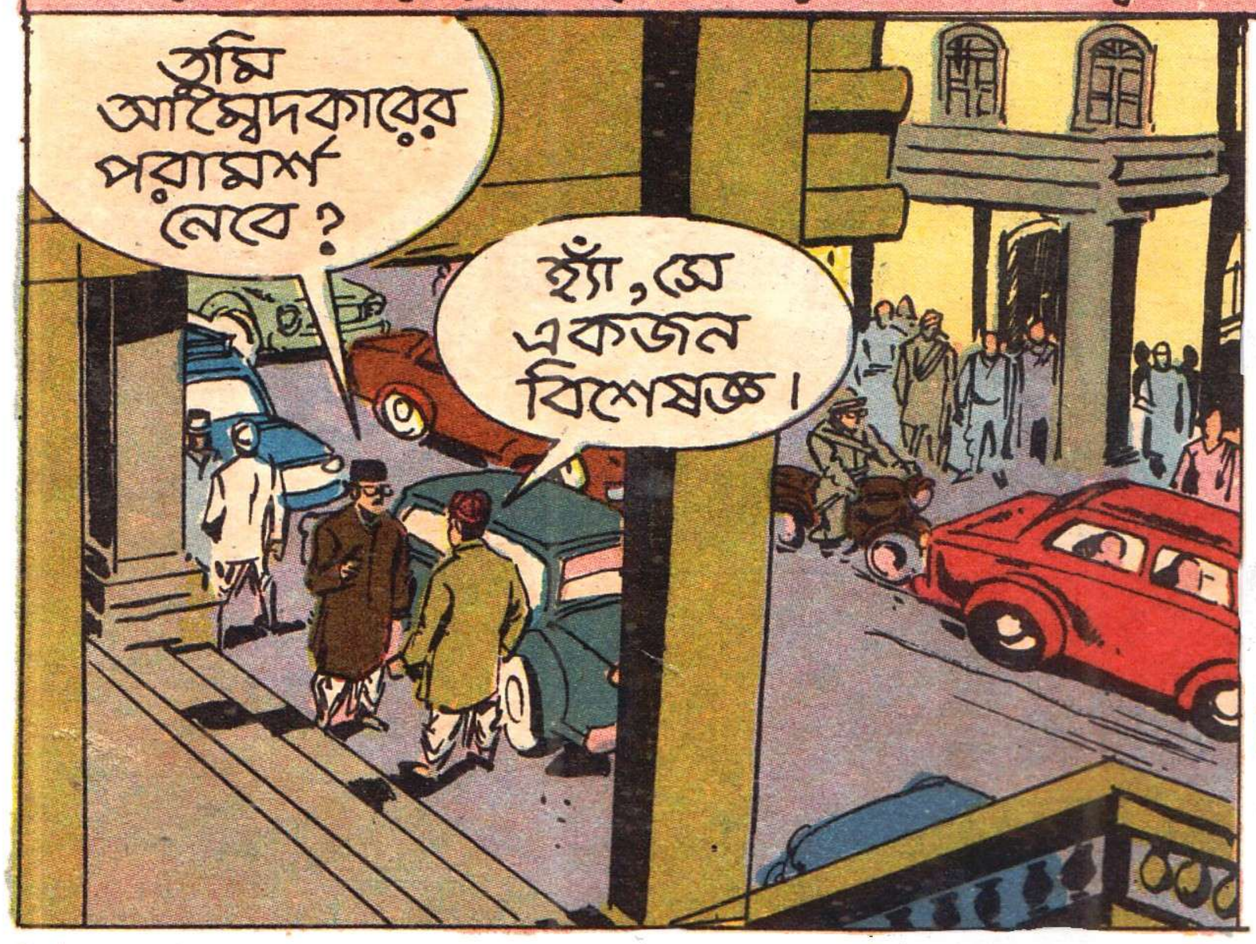

কাজেই আম্বেদকারকে তাঁর অফিস গোটাতে হল।

১৯১৮ সালে নভেম্বর মাসে তিনি সিডেনহাম কলেজে শিক্ষকের পদ পেলেন।

ভালই মাইনে পেলেও তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন।

যাতে আম্বেদকারের পড়াশুনার ব্যাঘাত না ঘটে সাধ্বী রমাবাই সে দিকে লক্ষ রাখতেন।

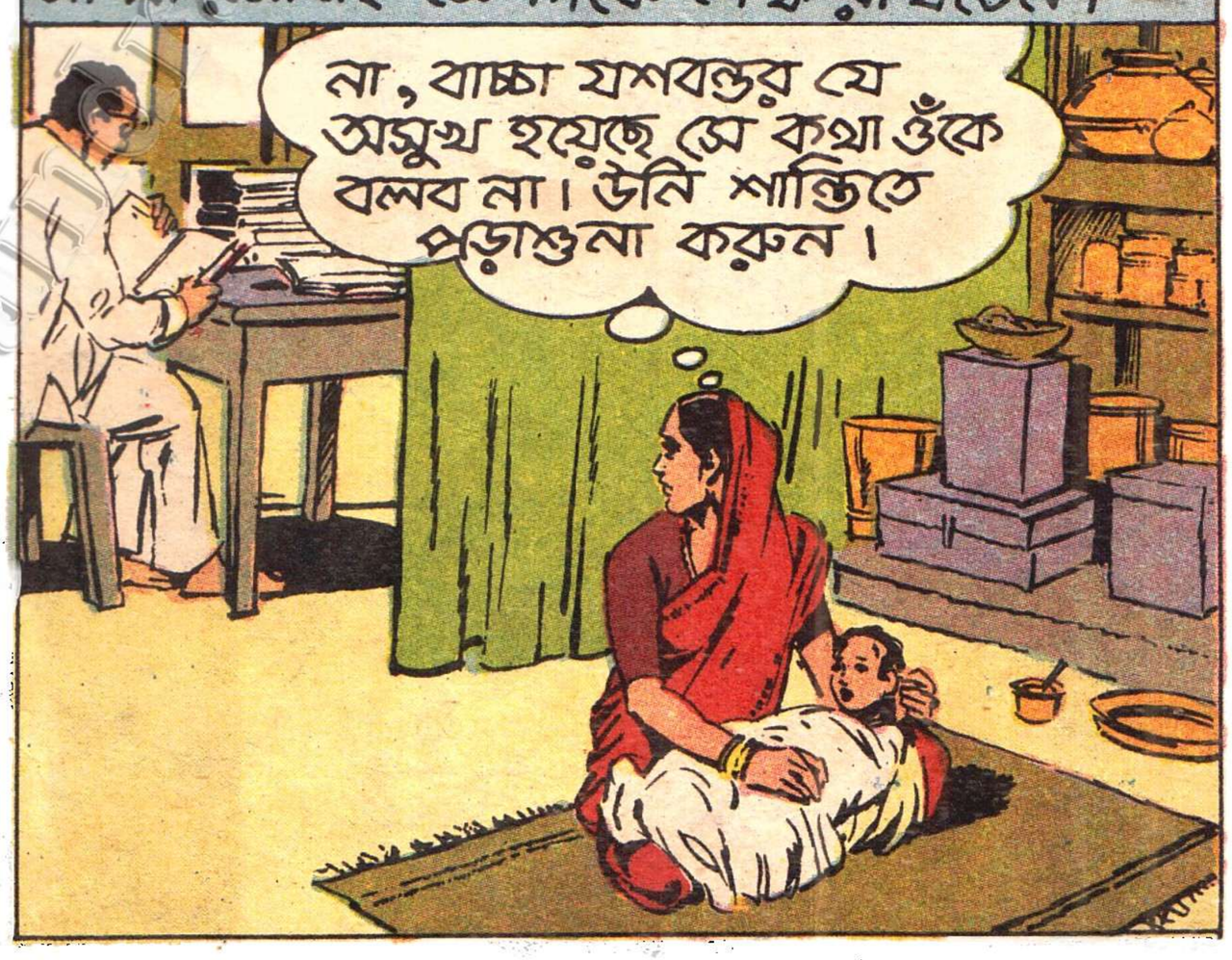

দু বছর পরে —

রমাবাই, কোলাপুরের মহারাজা আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছেন আর আমার বন্ধু নবল ভাতেনা আমাকে টাকা ধার দিতে রাজী হয়েছেন। এখন আমি লণ্ডনে যেতে পারি।

শুনে সুখী হলাম।

লণ্ডনে এসে তিনি আবার অর্থনীতি পড়তে শুরু করলেন এবং ব্যারিস্টারী শিক্ষার জন্য গ্রেজ ইনে যোগ দিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সব বই কেনার টাকা তাঁর ছিল না।

আমাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে পড়তে হবে।

খাবারের দোকানে দুপুরের খাবার খাওয়ার মত টাকা তাঁর ছিল না। কাজেই তিনি স্যান্ডুইচ্ সঙ্গে নিয়ে গ্রন্থাগারে যেতেন এবং সেখানেই তা খেতেন। এক দিন —

লাইব্রেরিয়ান আপনাকে তাঁর অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

আপনি গ্রন্থাগারের ভিতরে খাবার নিয়ে এসে নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। আপনি এখনি গ্রন্থাগার থেকে চলে যান।

মহাশয়, অনুগ্রহ করে এবারের মত আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আর কখনও করব না

আমি দেখছি আপনি প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়েন। আর সকলের মত কিছুক্ষণের জন্যে পড়া বাদ দিয়ে খেয়ে আসেন না কেন?
মহাশয়, আমি বাইরে খাওয়ার খরচ কুলোতে পারি না। আমি প্রাতরাশ থেকে একটি স্যানডুইচ্ বাঁচাই, দুপুর বেলায় সেটি খেয়ে এক গ্লাস জল খাই।
এই নিয়মানুবর্তী বিদ্যানুরাগী যুবক ছাত্রের দুর্দশার কথা শুনে গ্রন্থাগারিক দুঃখ বোধ করলেন।
বেশ! আমি আপনাকে এক সর্তে রেহাই দিতে পারি। এর পর থেকে আপনি আমার ঘরে আমার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করবেন।
ডঃ আম্বেদকার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই ইংরাজের আমন্ত্রন গ্রহন করলেন।
তিনি ব্যারিস্টার এবং অর্থনীতিতে পণ্ডিত হয়ে ১৯২৩ সালে ভারতে ফিরে এলেন। কিন্তু —
আমার বিশেষ গুণের কোনও মূল্য নেই। আমার ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পর্যন্ত অস্পৃশ্যতা বাধা ঘটাচ্ছে। আমার জাতের উন্নয়নের জন্য আমাকে চেষ্টা করতে হবে।
কিছুদিন পরে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করল যে সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত কোনও প্রতিষ্ঠান অচ্ছুতদের প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।
এ সমস্তই হল সেই অচ্ছুত আম্বেদকারের কাণ্ড।
আমাদের একজন নিজের লোক এস. কে. বোলে যখন এই প্রস্তাব আইন সভায় উঠিয়েছিল তখন আর ও লোকটাকে দোষ দাও কেন?

আম্বেদকার বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা স্থাপন করলেন। এর উদযোগে ছাত্রাবাস, স্কুল, অবৈতনিক গ্রন্থাগার স্থাপিত হল। একদিন —

বোম্বাই ব্যবস্থাপরিষদে আপনার নিয়োগে আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা জানি আপনি ভাল কাজ করবেন।

অচ্ছুতদের উন্নয়নের জন্য আমি যথাসাধ্য করব।

আম্বেদকার ক্রমে বাবাসাহেব নামে পরিচিত হলেন। ১৯২৭ সালের ১৯শে মার্চ তিনি মাহাদে অনুন্নত শ্রেণীর এক সভায় সভাপতিত্ব করেন।

আমাদের মন থেকে উচ্চ নীচ এই সব ধারণা নির্মূল করার সময় এসেছে। আমরা যদি স্বাবলম্বী হই আর নিজেদের সম্মান করতে শিখি তা হলে আমরা আমাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারব।

স্বাধীনতা কেউ দান করে না, তা যুদ্ধ করে আদায় করতে হয়। মাহাদ পৌরপ্রতিষ্ঠান চার বছর আগে তাদের জলাশয় সর্বসাধারণের ব্যবহার্য করে দিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের কেউ সে থেকে জল নিতে সাহস করে নি। আজ আমরা তাই করব।

আম্বেদকার তাদের চৌদার পুকুরের দিকে নিয়ে গেলেন।

আমরা এই দীঘি থেকে জল নেব? আমাদের কি সে সাহস হবে?

দেখা যাক বাবাসাহেব কি করেন।

আম্বেদকার দীঘি থেকে এক আঁজলা জল নিলেন।

এবং খেলেন।

তিনি জল নিয়েছেন।

তার কাজের অদ্ভুত ফল হল। লোকের মনে যে ভয় এতদিন বাসা বেঁধে ছিল এক মুহূর্তে তা দূর হল। হাজার হাজার লোক সেই সাধারণের ব্যবহার্য পুকুর থেকে জল খেয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল।

তারা সেখান থেকে চলে গেলে কতকগুলি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু একটি সভা করল।

আমাদের পুকুর অপবিত্র করা হয়েছে!

ওই লোকগুলোকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে।

উঁচু জাতের হিন্দুরা পাথর নিয়ে যেখানে যেখানে অচ্ছুতদের সভার অধিবেশন হয়েছিল সেখানে গেল। তখন অনেক অচ্ছুত প্রতিনিধি চলে গিয়েছিল, অনেকে যাবার উদ্‌যোগ করছিল।

ওদের মার্!

কাউকে রেয়াত করো না!

পরে আম্বেদকারের কাছে যখন তাঁর লোকজন আবেদন জানাল —

মারপিট শুরু হয়েছে!

আপনি একবার হুকুম দিন, আমরা ওদের খতম করছি।

না, না, মারামারিতে কাজ হবে না। আমরা বেআইনী কোনও কাজ করব না। আমি কথা দিয়েছি আমরা শান্তি-পূর্ণ ভাবে আন্দোলন করব।

আম্বেদকার পুলিসকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর লোকদের সংযত করে রাখবেন। এই ভাবে তিনি রক্তপাত ও খুনোখুনি ঘটতে দিলেন না।

তার নবপ্রকাশিত পত্রিকা বহিষ্কৃত ভারতে তিনি তার লোকদের নাসিকের কাল রাম মন্দিরে প্রবেশ করার জন্য উৎসাহিত করলেন। তাঁর অনুচরেরা ১৯৩০ সালের তেসরা মার্চ তারিখে মন্দিরের প্রবেশপথে সত্যাগ্রহ শুরু করল।

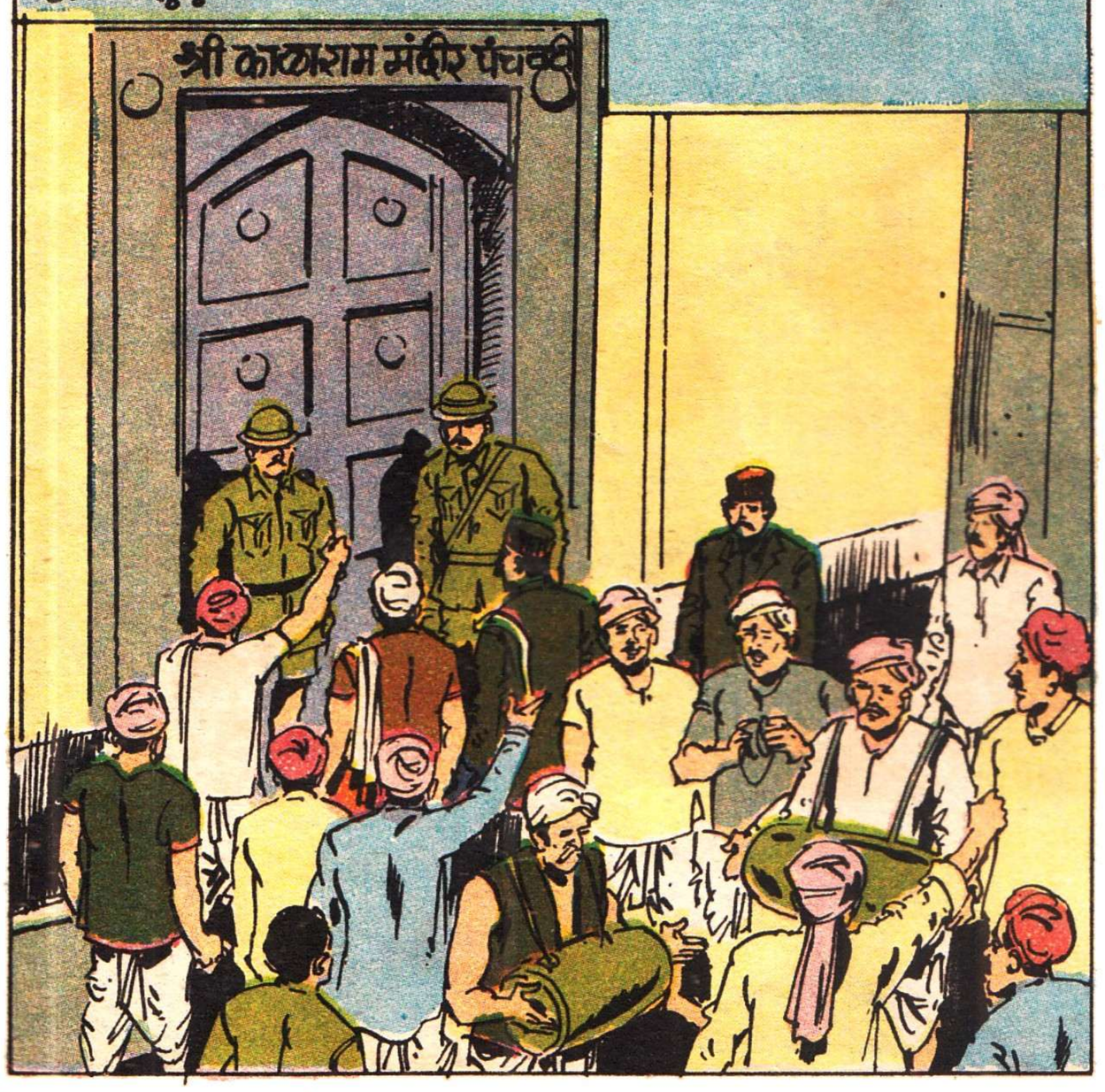

সত্যাগ্রহ একমাস ধরে চলল। অবশেষে মন্দিরের বাৎসরিক রথযাত্রার ঠিক আগে —

কিন্তু আম্বেদকারের লোকজন প্রতারিত হল, কারণ অপর পক্ষ তাদের পাশ দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত-বেগে রথ চালিয়ে নিয়ে গেল।

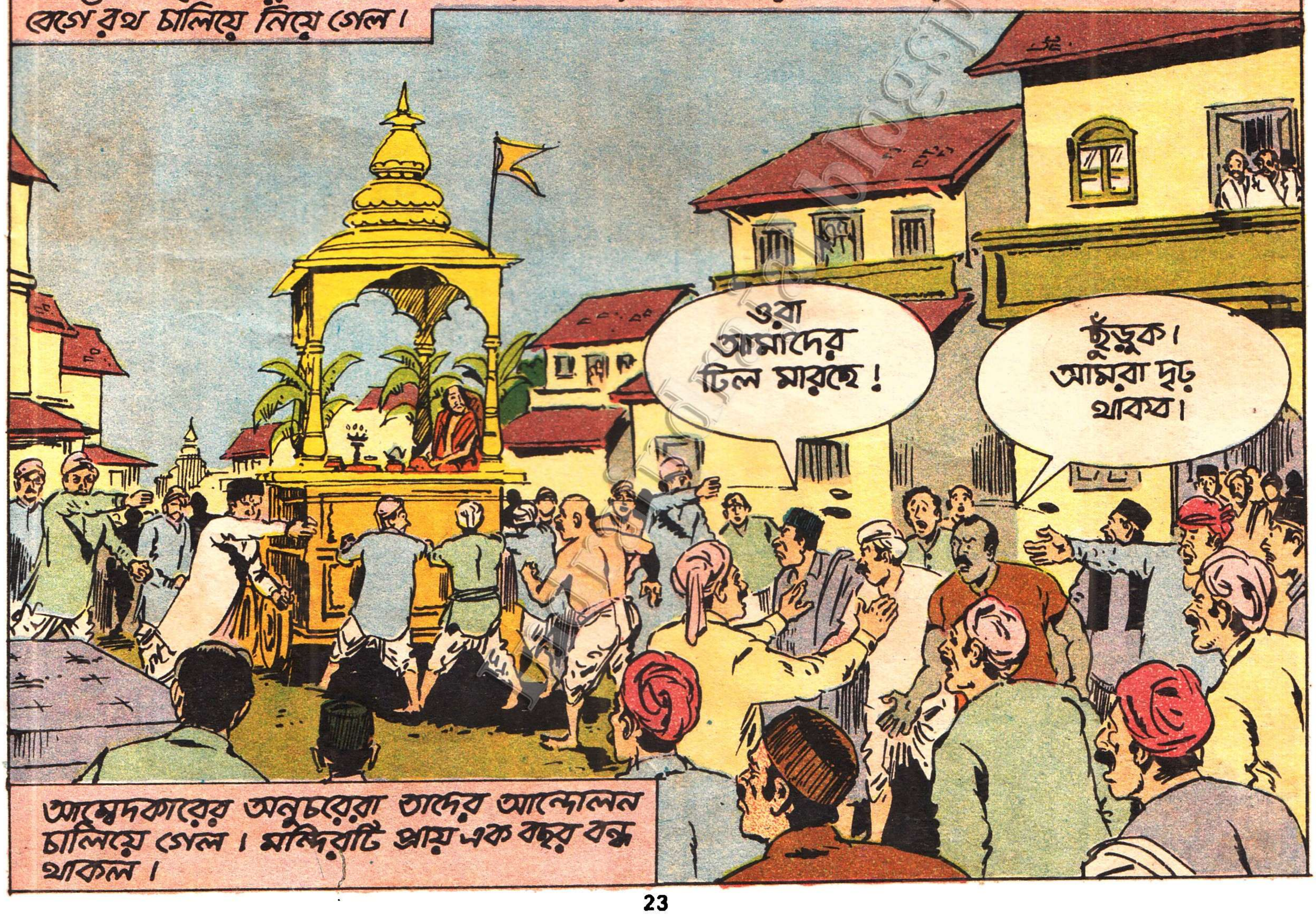

আম্বেদকারের অনুচরেরা তাদের আন্দোলন চালিয়ে গেল। মন্দিরটি প্রায় এক বছর বন্ধ থাকল।

এর মধ্যে গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন জোর ধরেছিল। ১৯৩০ সালে ভারতের সংবিধান প্রণয়নের জন্য ব্রিটিশ সরকার লণ্ডনে এক গোল টেবিল বৈঠকের অনুষ্ঠান করেছিল। সেই বৈঠকে আম্বেদকার অনুন্নত শ্রেণীসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

ভারতের অনুন্নত শ্রেণীসমূহ ব্রিটিশ সরকারের পরিবর্তে জনগণ চালিত জনগণের সরকারের দাবিতে যোগ দিচ্ছে। দেড়শ বৎসর ধরে ব্রিটিশ শাসন চলছে কিন্তু আমাদের যন্ত্রণা অনাবৃত ক্ষতের মত রয়ে গিয়েছে। কোনও প্রতিবিধান হয় নি। এ রকম সরকারে কার কি উপকার?

অল্পকাল পরে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক আহূত হল। মহাত্মা গান্ধী প্রথম গোল টেবিল বৈঠক বর্জন করেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে কংগ্রেস দলের প্রতিনিধিত্ব করতে সম্মত হলেন। গান্ধীজীর অনুরোধে লণ্ডনযাত্রার আগে আম্বেদকার তাঁর সঙ্গে বোম্বাইতে মণি ভবনে দেখা করেন।

প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে আপনার ভাষণের যে বিবরণ আমার কাছে পৌঁছেছে তা থেকে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে আপনি একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক।

লণ্ডনে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে —

অনুন্নত জাতিদের তরফ থেকে স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলীর অধিকার দাবি করছি। হিন্দু ধর্ম আমাদের শুধু অপমান, দুর্দশা আর হীনতা দিয়েছে।

গোল টেবিল বৈঠক অচল অবস্থার মধ্যে শেষ হল। কিন্তু আম্বেদকার অচ্ছুতদের দুর্দশার প্রতি বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন বলে বোম্বাই ফিরে এলে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
আম্বেদকার কি জয়!
আমাকে দেবতা বানাবেন না।
আম্বেদকারের স্ত্রী গভীরভাবে ধর্মশীলা ছিলেন।
চল আমরা পান্ধারপুর যাই। আমার ভগবান বিঠোবাকে দর্শন করার খুব ইচ্ছে হয়েছে।
কিন্তু, রুমাবাই, আমাদের তো মন্দিরে ঢুকতে দেবে না।
তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে প্রভুকে দেখব।
না, একথা আমার মনঃপূত হচ্ছে না।
কিন্তু তিনি তাঁর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিলেন।
যেখানে আমাদের দেবতার মূর্তির কাছেও যেতে দেয় না সেই পান্ধারপুরের জন্য এত ভাবছ কেন? আমরা আমাদের ধর্মপরায়ণ জীবন, নিঃস্বার্থ সেবা, পদদলিত মানুষের জন্য নিষ্কলঙ্ক স্বার্থত্যাগের দ্বারা নূতন পান্ধারপুর সৃষ্টি করব।

তাঁর বাড়ি সত্যি সত্যিই অছুতদের কাছে এক পান্ধারপুর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ তারা আম্বেদকারকে মুক্তিদাতা মনে করত।

বাবা সাহেব, সরকার আমাদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী মঞ্জুর করেছে।

ভাল, আমরা প্রথম যুদ্ধ জিতেছি।

আম্বেদকার তাঁর দাবি ব্যাখ্যা করলেন।

আপনারা যদি নিকটতম আলোক-স্তম্ভ থেকে আমাকে ফাঁসি লটকিয়ে দেন, তবুও আমার জাতভাই-দের ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত অধিকার সম্বন্ধে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব না।

কিন্তু গান্ধীজী জাতের ভিত্তিতে নির্বাচক-মণ্ডলীর বিভাগের বিরোধী ছিলেন। প্রতিবাদকল্পে তিনি য়েরোড়া জেলে উপবাস শুরু করলেন। বোম্বাইতে দেশ-নেতাদের এক সভায়—

ডাক্তার আম্বেদকার, আপনিই কেবল গান্ধীজীর প্রাণ বাঁচাতে পারেন। দয়া করে তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হোন।

পরে য়েরোড়া জেলে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

আমাদের এক ও অবিভাজ্য হতেই হবে। অতীতের পাপের জন্য বর্তমানে আপনা থেকে প্রায়শ্চিত্ত করার একটি শেষ সুযোগ হিন্দু ধর্মকে দিন।

আমি ভেবে দেখব।

কোন সমাধান সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছিল না। অবশেষে আম্বেদকার পুনা চুক্তিতে সই করতে রাজী হলেন। তার দ্বারা স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর পরিবর্তে অনুন্নত শ্রেণীদের সদস্য পদগুলির অধিকতর অংশ দেওয়া হল।

দেশের লোককে শ্রেণী-ভিত্তিতে ভাগ করার প্রয়োজন এড়ানো গেল।

তিনি রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও জ্ঞানান্বেষী বলেই চির কাল তার প্রথম পরিচয়। তিনি ৫০,০০০ সংখ্যক বইয়ের একটি অপূর্ব লাইব্রেরী করেছিলেন। তার জন্য বোম্বাইতে দাদার* অঞ্চলে একটি উপযুক্ত গৃহ নির্মান করেছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন রাজগৃহ।

১৯৩৫ সালের মে মাসে আম্বেদকারের একটি ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য ঘটল। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী রমাবাই মারা গেলেন।

এ দিকে পুনা চুক্তি একটি দলিল মাত্র হয়ে থাকল। আম্বেদকার ক্ষুব্ধ হলেন। ইওলায় অনুষ্ঠিত অনুন্নত জনগনের এক সভায়—

আমরা সামান্যতম মানবিক অধিকার সংগ্রহ করতে পারি নি। আমি হিন্দু হয়ে জন্মেছি। সে বিষয়ে আমার কিছু করার ছিল না। কিন্তু আমি তোমাদের আমার আন্তরিক অঙ্গীকার জানাচ্ছি যে আমি হিন্দু হয়ে মরব না।

* উত্তর বোম্বাইয়ে

মাহার জাতের এক সভায় ভাষণ দেবার সময়ে —

"যে ধর্ম তোমাদের মানুষ বলে স্বীকার করে না.... যে ধর্ম অজ্ঞানকে অজ্ঞান থাকতে, গরীবকে গরীব থাকতে বাধ্য করে সে ধর্ম ধর্ম নয়, সে ধর্ম অভিশাপ, দুর্দৈব!"

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুযায়ী নির্বাচন শুরু হল।

আমি স্বাধীন শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

আম্বেদকার ও তাঁর স্বাধীন শ্রমিক দলের চোদ্দ জন বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হলেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাসমূহ ইস্তফা দিল। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে বড়লাট আম্বেদকারকে তাঁর শাসন-পরিচালক সভায় শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। তাঁর সম্মানার্থে আয়োজিত একটি অভ্যর্থনা সভায় —

আমি গরীবের ঘরে জন্মেছি। তাদের মধ্যে বড় হয়েছি, তাদের মধ্যে জীবন যাপন করেছি। আমি তাদের মত বস্তা ঢাকা স্যাঁতসেতে মেঝেয় ঘুমিয়েছি। আমি আমার লোকজনের দুঃখের অংশ নিয়েছি। আমার বন্ধুদের প্রতি, দুনিয়ার আর সকলের প্রতি আমার মনোভাব একেবারে অপরিবর্তিত থাকবে।

তিনি ১৯৪২ সালে নিখিল ভারত তপশীলী জাতি সংঘ গঠন করলেন। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর দল ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সাধারণ নির্বাচনে খুব খারাপ ফল করল।

১৯৪৬ সালে আম্বেদকার সংবিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হলেন। তাঁর প্রথম ভাষণে আবার তাঁর আত্মার মহত্ত্ব প্রকাশ পেল।

আমাদের দেশে নানা জাতি, নানা সম্প্রদায় থাকা সত্ত্বেও আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি আমরা কোনও না কোনও ভাবে এক মিলিত জাতি হব।

সংবিধান সভার তৃতীয় অধিবেশনে অস্পৃশ্যতা আইন অনুসারে অপরাধ—এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হল।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারত যখন স্বাধীন হল তখন আম্বেদকার স্বাধীন ভারতের প্রথম আইন মন্ত্রী হলেন।

সাধনার কি আশ্চর্য সিদ্ধি! এই মহাপুরুষ তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করবেন।

সংবিধান সভা ডঃ আম্বেদকারকে ভারতের সংবিধান প্রণয়ন সমিতির সভাপতি নিযুক্ত করল। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের সংবিধান প্রস্তুত করার ভার তাঁর উপরে পড়ল।

সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন সম্পূর্ণ করে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আরোগ্য নিকেতনে তাঁর ডঃ শারদা কবিরের সঙ্গে দেখা হল।

তিনি তাঁকে ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে বিয়ে করলেন।

১৯৪৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর তিনি সংবিধান সভায় সংবিধানের খসড়া দাখিল করলেন।

আমি সমস্ত ভারতীয়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে জাতিভেদ সামাজিক জীবনে বিভেদ এনে দিয়েছে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে তা বর্জন করে তাঁরা ভারতে এক জাতি গড়ে তুলুন।

১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর ভারতের জনগণের নামে সংবিধান সভা সংবিধান গ্রহণ করলেন।

সিংহলে বৌদ্ধ সভায় ডঃ আম্বেদকার আমন্ত্রিত হলেন। ফিরে এসে তিনি বোম্বাইতে বৌদ্ধ মন্দিরে ভাষণ দিলেন।

জাগতিক ক্লেশ দূর করার জন্য মানুষের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করা উচিত। ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও বিস্তারের জন্য আমি জীবনের অবশিষ্ট অংশ নিয়োগ করব।

পরবর্তী আট বৎসর ডঃ আম্বেদকার সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নির্মম কঠোরতার সঙ্গে যুদ্ধ করে চললেন। ১৯৫৬ সালের ১৪ই অক্টোবর তিনি নাগপুরে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হলেন।

পরে তিনি তাঁর অনুগত তিন লক্ষের অধিক এক বিশাল জনতাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করলেন।

বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি

বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি।

সাত সপ্তাহ পরে ১৯৫৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে আম্বেদকার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। পরের দিন তাঁর দেহ বোম্বাইয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ৮ মাইল দীর্ঘ জনতা তাঁর মৃতদেহের অনুগমন করেছিল। এর আগে বোম্বাইয়ের লোক এরকম বিশাল শবানুগামী জনতা দেখে নি।

সে দিন দাদার সমাধিস্থলে বিশিষ্ট দেশনেতারা বাবা সাহেবকে শেষ বারের জন্য শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। বৌদ্ধ রীতি অনুসারে চিতা জ্বালানো হল। ভারত মাতার এক মহৎ সন্তান, যিনি তাঁর অত্যাচার পীড়িত সন্তানদের জন্য বীরের মত যুদ্ধ করেছিলেন, তিনি চির শান্তির কোলে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বাবাসাহেব আম্বেদকার-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

"আম্বেদকার আমাদের সংবিধানের রচয়িতা। বিবিধ ক্ষেত্রে, বিশেষত অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য, তাঁর অবদান সম্বন্ধে অত্যুক্তি করা যায় না।"

...ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ।

"আম্বেদকার সম্পূর্ণ ভাবে সৎ লোক ছিলেন। তাঁর ন্যায়বোধ ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাঁর গর্বিত হৃদয় কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে রাজী হয় নি। তিনি বিশাল বিদ্যার অধিকারী ছিলেন। সরল মনোভাব নিয়ে তাঁর নিকটস্থ হলে দেখা যেত তিনি অতিশয় বন্ধুভাবাপন্ন।"

....চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

"প্রধানত অচ্ছুতদের পক্ষসমর্থক ও রক্ষক হিসাবেই আম্বেদকার সমস্ত পৃথিবীতে সুপরিচিত ও সম্মানিত। সম্ভবত তাঁর সম্বন্ধে আর একটা জিনিস অতটা সুবিদিত না, সেটা হল এই যে তিনি ভারতের সমস্ত প্রধান আইনের কাঠামোর উপরে তাঁর নিজস্ব ছাপ রেখে গিয়েছেন।"

....দি নিউ ইয়র্ক টাইমস্।

"আমার মনে হয় তিনি সমাজের অত্যাচারপূর্ণ রীতিনীতিগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক হিসাবেই লোকে তাঁকে সব চেয়ে বেশী মনে রাখবে। তিনি যে জিনিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে সকলেরই বিদ্রোহ করা উচিত। এবং আমরাও অল্প বিস্তর করেছি। তাঁর সঙ্গে অনেক বিষয়ে আমরা একমত হই বা না হই, আমি এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, তাঁর অধ্যবসায়, তাঁর অটল কর্মনিষ্ঠা, আর (যদি কথাটা ব্যবহার করায় আপত্তি না হয়) তাঁর বিরোধিতার অত্যুগ্র তীব্রতা লোকের মনকে আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত হতে না দিয়ে যে সব ব্যাপার ভোলার নয় সেগুলি সম্বন্ধে তাদের চেতনাকে জাগ্রত রেখেছিল, যারা বহু কাল ধরে যন্ত্রণা পেয়ে আসছিল সমাজের সেই সব শ্রেণীকে জাগিয়ে তুলেছিল।"

... পণ্ডিত জহরলাল নেহরু।

indraindrajal.blogspot.in

AMAR CHITRA KATHA

Acquaint children with their cultural heritage

STORIES FROM INDIAN MYTHOLOGY

STORIES ABOUT SHIVA AND SHAKTI

85 AYYAPPAN
176 DURGA, TALES OF
149 ELEPHANTA

89 GANESHA
111 SATI & SHIVA
164 SHIVA, TALES OF
29 SHIVA & PARVATI

FROM THE RAMAYANA

69 AGASTYA
122 ANCESTORS OF RAMA
105 DASHARATHA
88 GANGA
19 HANUMAN
218 KUMBHAKARNA
67 LORD OF LANKA, THE
207 MAHIRAVANA
42 PARASHURAMA

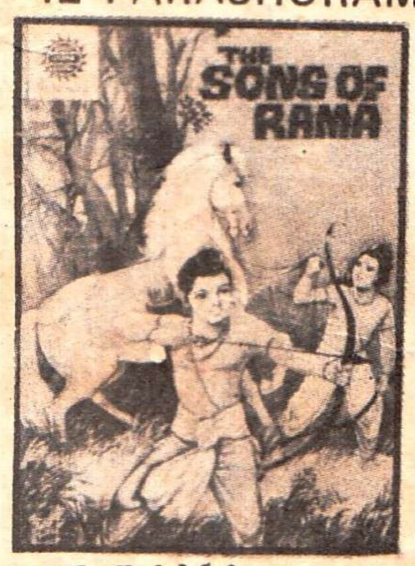

15 RAMA
18 SONS OF RAMA, THE
101 VALI
46 VALMIKI
80 VISHWAMITRA

FROM THE MAHABHARATA

35 ABHIMANYU
198 ARJUNA, TALES OF
184 ARUNI AND UTTANKA
213 BHEEMA & HANUMAN
34 BHEESHMA
72 DRAUPADI
57 DRONA
209 GANDHARI
61 GHATOTKACHA
203 JAYADRATHA
26 KARNA
27 KACHA
20 MAHABHARATA
16 NALA DAMAYANTI

13 PANDAVA PRINCES, THE
115 PAREEKSHIT
14 SAVITRI
73 SUBHADRA
63 SUKANYA
52 ULOOPI
162 YAYATI
174 YUDHISHTHIRA, TALES OF

THE KRISHNA LEGEND

11 KRISHNA
147 KRISHNA & JARASANDHA
167 KRISHNA & NARAKASURA
112 KRISHNA & RUKMINI
177 KRISHNA & SHISHUPALA
172 KRISHNA AND THE FALSE VASUDEVA

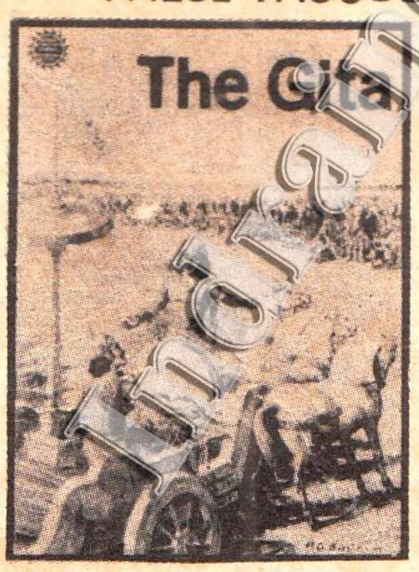

127 GITA, THE
31 SUDAMA
81 SYAMANTAKA GEM, THE

FROM THE PURANAS

65 ANIRUDDHA
145 BHANUMATI
97 CHANDRAHASA
17 HARISCHANDRA
139 HRITADHWAJA
71 INDRA & SHACHI
180 INDRA & SHIBI
170 INDRA & VRITRA

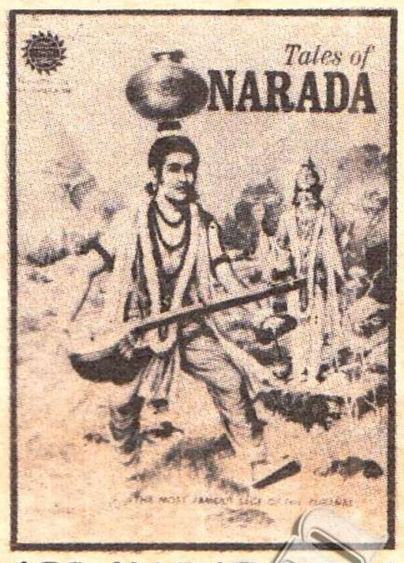

150 NARADA, TALES OF
141 PRABHAVATI
107 PRADYUMNA
38 PRAHLAD
58 SURYA
160 VISHNU, TALES OF

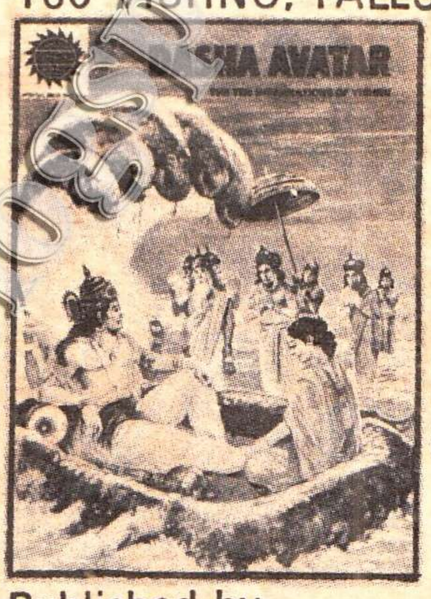

SPECIAL ISSUE RS. 7.50 88 PAGES

Published by

India Book House Education Trust,
Rusi Mansion,
29, Wodehouse Road,
Bombay-400 039.

IBH **Marketed by India Book House**

Available at all leading bookstalls or India Book House
3-A, Rashtrapati Road,
Secunderabad-500 003
(for V.P.P. orders only)

Rs. 3.00 each

Also available: titles based on Indian History, Classics and Legends.

TINKLE TINKLE LITTLE STAR HOW I . . .
IT'S TWINKLE, YOU SILLY.
NO! I MEAN TINKLE — THE NEW MAGAZINE!
WOW!
HEY! WHAT DO WE HAVE HERE?
A FOLK-TALE!
AND SCIENCE IN COMICS!
LOOK AT KALIA THE CROW.
I LOVE ANIMAL TALES.
AH! HERE IS A FEATURE ON ANIMAL LIFE!
LOOK AT THIS ONE. A TALE OF ADVENTURE!
TINKLE TINKLE LITTLE STAR NOW WE KNOW WHAT FUN YOU ARE.
Rs.2.50
No. 1
Dec. 1980
TINKLE
THE CHILDREN'S MONTHLY FROM THE HOUSE OF AMAR CHITRA KATHA
The first ever air passengers!
BHEEMA The little giant -A mythological folktale
Adventures of 'Kalia' the crow.
Meet the squirrel— the first in the series on the day-to-day life of animals and birds.
Also: A Greek tale of Valour, An Arabian tale of Humour, Tinkle, Tricks and Treats
YES! TINKLE IS FUN! READ TINKLE— THE COLOURFUL ALL-COMICS MAGAZINE
AVAILABLE AT ALL BOOKSTALLS

TINKLE-4